আদেশনং- ০৭
তারিখ-১৭/০৫/২২

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত আপত্তি শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ একখানা দরখাস্ত দাখিল পূর্বক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বর্ধিতকরনের আবেদন করেন।

১-৫ নং বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসুলি এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া নালিশী ভুমিতে বিবাদীগনের লাগানো বোরো ধান কেটে নেওয়ার প্রার্থনা করেন। নথি শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, ১-৫ নং প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই,

নালিশী সম্পত্তির পূর্ববর্তী আর এস রেকডীয় মূল মালিক ছিলেন নুরুদ্দিন। তিনি ০৩ দাগে সর্বমোট ২৯১.৭৬ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন। তার মৃত্যুতে ০২ পুত্র গোলাম রহমান ও বজর রহমান এবং ০১ কন্যা সিরাজ খাতুন ওয়ারীশ থাকে। সিরাজ খাতুন পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ৫৮ শতক ভুমি থেকে ২৫ শতক ১২/০৮/৪০ ইং তারিখে আলীম উদ্দিন বরাবর হস্তান্তর করেন। সিরাজ খাতুনের মৃত্যুতে অবশিষ্ট ভুমি ০১ কন্যা হাবিয়া খাতুন ও ২ ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়। হাবিয়া খাতুন তাহার প্রাপ্ত ১৬.৫০ শতক ভুমি থেকে ২ শতক বাদীগনের মাতা আনোয়ারা বেগম বরাবর এবং ১১ শতক ভুমি মোঃ আলী গং বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত বিক্রিত ভুমি আর এস ৭৫১৫ দাগে দখল প্রদান করেন। পুনরায় আরো ১৮ শতক ভূমি মোঃ আইয়ুব ও ইয়াকুব বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত বিক্রিত ভুমি আর এস ৪৩৪৪ ও ৪১৯৬ দাগে দখল অর্পণ করেন। হাবিয়া খাতুন ও তার ওয়ারীশগণ ২১.৫০ শতক ভুমি অংশাতিরিক্ত বিক্রয় করেন।

অপর আর এস রেকর্ডী গোলাম রহমান প্রাপ্ত ১৩৫.০২ শতক ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তৎস্বত্ব কন্যা মোস্তফা খাতুন ও ভ্রাতা বয়জর রহমান প্রাপ্ত হয়। মোস্তফা খাতুন তাহার প্রাপ্ত ৫৭ শতক ভুমি চাচা বয়জর এর নিকট হস্তান্তর করেন। বয়জর রহমান আপেষে প্রাপ্ত ১০ শতক সহ ২৫০.৫৯ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন। বয়জর রহমান উক্ত ভুমি থেকে ১৮/০৪/৫২ ইং তারিখে ১৩ শতক এবং ১২/০৮/৪০ ইং তারিখে ২৫ শতক ভুমি আলীম উদ্দিন বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে স্ত্রী ইসলাম খাতুন কে ৮৫ শতক সম্পত্তি দানপত্র মূলে হস্তান্তর করেন। ইসলাম খাতুন পূনরায় উক্ত ভুমি মোঃ শরীফ বরাবর হস্তান্তর করেন। স্ত্রী কে দান করার বিষয়টি গোপন রেখে বয়জর রহমান ৯৮ শতক ভুমি আহাম্মদ নবীর নিকট বিক্রয় করেন। আহাম্মদ নবী উক্ত ৯৮ শতক পুনরায় আবদুল মোতালেব সওদাগর বরাবর হস্তান্তর করেন।

পরবর্তীতে আবদুল মোতালেব উক্ত ৯৮ শতক ভুমি নিয়ে মোঃ শরীফ ও মফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে অপর ৯১/৬৩ মামলা দায়ের করলে তা সোলেসূত্রে ডিক্রী হয়। সোলেনামা শর্তমতে আবদুল মোতালেব

৪০ শতক, মোঃ শরীফ ৬২ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তাহার নামে বি এস রেকর্ড হয়। বয়জর রহমান কিছু সম্পত্তি বাদীগনের দাদী মোছব্বা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন।বয়জর রহমানের মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তি স্ত্রী ইসলাম খাতুন ও চাচাতো বাই মফিজুর রহমান ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মফিজুর রহামন কিছু সম্পত্তি পুত্র মোহাং শরীফ বরাবর হস্তান্তর করেন এবং ১৪ শতক ভূমি কন্যা ছেনোয়ারা বেগম কে দান করেন। ছোনোয়ারা বেগম এর মৃত্যুতে ০২ পুত্র ও ২ কন্যার ওয়ারীশ থাকে। তারা ২০/০২/১৯৯০ সালে ১৪ শতক ভূমি বাদীগনের পিতা বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে বাদীগনের পিতা ইসলাম খাতুন হতে আরো কতেক সম্পত্তি খরিদ করেন। দরখাস্তকারীপক্ষের দাবিমতে, তাদের পিতা মোহাং শরীফ মৌরশীসূত্রে , খরিদ সূত্রে ও স্ত্রী আনোয়ারা বেগম খরিদ সূত্রে ১৫৪ শতক ভূমির মালিক হন। মোহাং শরীফ এর নামে বি এস জরিপ ছড়ান্তভাবে প্রচারিত আছে । তাহার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম খরিদসূত্রে মালিক হওয়ায় তার নামে বি এস নামজারি ৪১৭৩ নং খতিয়ান সৃজিত আছে। মোঃ শরীফের মৃত্যুতে তার স্ত্রী পুত্র কন্যাগনের নামে বি এস ৪৩০২ নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। এভাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তির আন্দরে ১/২(ক)/ ৩(ক)/৪/৫/৬/৭(ক)/৮ নং তফসিলী ভূমিতে বাদীগণ মৌরসীক্রমে ধান্যাদি রোপনে ভোগদখলে আছে। বিবাদীগণ নালিশী ভূমিতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া বাদীর শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় এবং নালিশী ভূমির রুপ প্রকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করায় এবং বিবাদীগণ যাতে নালিশী ভূমিতে ধান রোপন করতে না পরে তজ্জন্যে অন্যন্যপায় হয়ে বাদীপক্ষ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে আর এস-২৭৯১, ১৭, ৩১৩৪,২৪১৫, ২০ নং খতিয়ান এর ফটোকপি, আর এস ১৯৯, ১৮১৪, ৫, ১২৪, ১৩৬১ নং খতিয়ানের ফটোকপি, শাহমীরপুর মৌজার বি এস ২২৯১, ২২৯০, ২২৮৮ ও ২৭২৯ নং খতিয়ানের ফটোকপি, জুলধা মৌজার বি এস ১৭৯৯, ১৭৯৭, ১৮০১ ও ১৬০৪ নং খতিয়ানের ফটোকপি, বি এস নামজারি ৪৩০২, ৪১৭৩ নং খতিয়ানের ফটোকপি সহ বিভিন্ন তারিখের হস্তান্তর দলিলসমূহের ফটোকপি এবং কতিপয় ওয়ারশি সনদপত্রের ফটোকপি দাখিল করেছেন।

অপর দিকে ১-৫ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, আর এস খতিয়ান অনুসারে নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক বয়জুর রহমান। বয়জুর রহমান এর মৃত্যুতে তার ত্যজ্যবিত্তে ১ স্ত্রী আরজনা খাতুন, পুত্র গোলাপুর রহমান বয়জুর রহমান ও কন্যা সিরাজ খাতুন প্রাপ্ত হয়। গোলাপুর রহমানের মৃত্যুতে তাহার অংশ মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রাপ্ত হয়। বয়জুর রহমান মারা গেলে তৎস্বত্ব মাতা ও ভগ্নি সিরাজ খাতুন প্রাপ্ত হয়। আরজনা খাতুন মারা গেলে তাহার স্বত্ব কন্যা সিরাজ খাতুন প্রাপ্ত হয়। সিরাজ খাতুন মরনে কন্যা হাবিয়া খাতুন

ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। হাবিয়া খাতুন মরনে ০৪ পুত্র ০১ কন্যা অর্থাত ১ নং বিবাদী, ২/৩ বিবাদীর পিতা এনামুল হক ও ৪/৫ নং বিবাদের পিতা এবং স্বামী এমদাদুল হক, আজিজুল হক , ওবায়দুল হক ও কন্যা মমতাজ বেগম ওয়ারীশ থাকে। বিবাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত নালিশী আর এস ৪০১০ দাগ এবং ৪১৪৬ দাগ ভুমিতে বৃক্ষাদি রোপনে ও পুনীভুমি এজমালিতে ভোগদখলকার আছেন। বয়জুর রহমান নালিশী দাগে বিভিন্ন তারিখের কবলামূলে ভুমি বিক্রি করলেও পুনরায় এককভাবে ১৩ শ তক ভুমি মজিউল্লার নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ২ কানি ৯গন্ডা ভুমি আহমদ নবী বরাবর এবং আহমদ নবী তা আবদুল মোতালেব এর নিকট হস্তান্তর করেন। আবুদল মোতালেব বিবাদীদের পূর্ববর্তী বরাবরআপোষক্রমে ১ কানি সম্পত্তি বুঝিয়ে দেন। সিরাজ খাতুন ২ শতক ভুমি ১৯৭৬ সালে বাদীগনের মাতা আনোয়ারা বেগম এর নিকট হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, বাদীগনের পূর্ববর্তী মফিজুর রহমান সিরাজ খাতুনের কোন চাচাতো ভাই নহেন। সিরাজ খাতুন হতে তিনি কোন সম্পত্তি পাবার হকদার নন। যেহেতু বয়জুর রহমান অবিবাহিত ছিলেন সেকারনে ইসলাম খাতুন বয়েজুর রহমানের কোন স্ত্রী নন। সেকারনে বয়জুর রহমান কর্তৃক স্ত্রী ইসলাম খাতুন কে প্রদত্ত দান মিথ্যা ও বানোয়াট। ইসলাম খাতুন হতে পরবর্তী দলিল সমূহ মাধ্যমে বাদীগনের পিতা মোহাং শরীফ মালিক হওয়া সঠিক নয়। বাদীগণ তাদের পিতা মোঃ শরীফ হাছি মিয়া ও ইসলাম খাতুন হতে যেসকল খরিদা দলিলের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সেগুলো জাল ও সৃজিত হয়। কারন উক্ত সম্পত্তি বয়জুর রহমান নিজেই ১৯৫৪ সনে আহমদ নবীর নিকট বিক্রয় পূর্বক নিঃ স্বত্ববান হন। নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই। বাদীপক্ষ কতেক ভুয়া কবলা সৃজন করিয়া বে-আইনীভাবে নামজারি কওে বিবাদীগনের স্বত্ব দখলীয় ভুমি জবর দখলের পায়তারা করিতেছে। বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে কিছু অংশে ৩০ বছর পূর্বে পুকুর খনন করিয়া বৃক্ষ রোপন করিয়াছে এবং অপর অংশে ইরি ধান রোপন করিয়াছে। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে ১৬/০৭/২০০৯ ইং তারিখের আম-মোক্তার নামার ফটোকপি, ১৮/১১/৫৭ ইং, ১২/০৮/১৯৪০ ইং তারিখের কবলার ফটোকপি, জি আর মামলার আদেশের ফটোকপি, ওয়ারিশান সনদপত্র, মিস ১৩৭৫/১০ মামলার আদেশের ফটোকপি দাখিল করেছেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী-বাদীপক্ষ মোট ০৮ টি তফসিলে ১৩৯ শতক ভুমি নিয়ে অত্র মামলা দায়ের করেছেন। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে বিরোধীয় সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক

নুরুদ্দীন। নূরউদ্দিনের মৃত্যুতে তাহার দুই পুত্র গোলাবর রহমান ও বয়জর রহমান এবং এক কন্যা সিরাজ খাতুন উক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। বাদীপক্ষের দাবি হলো আর এস রেকডীয় মালিকের জের ওয়ারীশগনের নিকট হতে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তরের পর বাদীগনের পূর্ববর্তী মোহাং শরীফ মৌরসীসূত্রে , ওয়ারীশ সূত্রে ও খরিদা সূত্রে এবং তাহার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম খরিদাসূত্রে ১৫৪ শতক সম্পত্তির মালিক দখলকার হন। বাদীপক্ষে দাখিলী দলিলসূহ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে। বাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে, উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্টে মোহাং শরীফের নামে বি এস রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী সাহামীরপুর মৌজার বি এস ২২৯১, ২২৯০, ২৭২৯ নং খতিয়ান ও জুলধা মৌজার বি এস ১৭৯৯, ১৭৯৭, ১৮০১ নং খতিয়ান এর ফটোকপি হতে বাদীপক্ষের দাবির সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী বি এস নামজারি খতিয়ান -৪৩০২, ৪১৭৩ ও ২৮১৭ দ্বারা নালিশী দাগ ভুমির অনেকাংশে বাদীপক্ষের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা দেয়।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বিবাদীগণ নালিশী তফসিলের ভুমিতে পূর্ববর্তীক্রমে তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত ভোগদখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ আর এস রেকডীর্য় মালিক নূর উদ্দিনের জের ওয়ারীশ কন্যা সিরাজ খাতুনের কন্যা হাবিয়া খাতুন হতে ওয়ারীশসূত্রে মালিকানা দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদীগণ কতেক ভুয়া কবলা সৃজনের মাধ্যমে বে-আইনীভাবে নামজারি করিয়েছেন। বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তির কিছু অংশে ৩০ বছর পূর্বে পুকুর খনন পূর্বক ভোগ দখলে আছেন এবং অপর অংশে ইরি ধান চাষে ভোগদখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলকৃত মিস ১৩৭৫/১০ নং মামলার আরজি ও তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তিগুলো দীর্ঘ ৫০/৬০ বছর যাবত ইকবাল ও তাহার পূর্বপুরষগণ অর্থাত বাদীপক্ষের ভোগদখলে ছিল। পরবর্তীতে ইকবালে বাবার মৃত্যুর পর গত ০৩ বছর আগে হাজী এনামুল হক অর্থান বিবাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশান সম্পত্তি দাবি করিয়া দখলে যায়। প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষও বর্তমানে দখলকার আছেন।

সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী আরজি বর্নিত নালিশী সম্পত্তিতে উভয়পক্ষ মালিকানা ও দখল দাবি করেছেন। উভয়পক্ষ দাবি করায় এখানে স্বত্বেও জটিল প্রশ্ন জড়িত। মামলার এ পর্যায়ে নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা কার তা চুড়ান্ত বিচার পর্যায়ে সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা নিরুপিত হবার অবকাশ রয়েছে। নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তিকালে আদালতের নিকট মূলত বিবেচ্য বিষয় হলো বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসি কেস আছে কিনা ? বাদীপক্ষে হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিস্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকুলে। কিন্তু অত্র মামলা

নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির আকার ও প্রকৃতি যাতে সম্মুন্নত থাকে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় যদি স্থিতিবস্থার (Status Quo) আদেশ প্রদান করা হয় তাহলে কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ০৬/০৩/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার উভয়পক্ষকে, মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত, নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমিতে স্থিতিবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তির কোন প্রকার আকার প্রকৃতি পরিবর্তন বা হস্তান্তর বা নালিশী ভুমিতে যেকোন কোন ধরনে চাষাবাদ বা ফসল উৎপাদন করা হতে বিরত থাকবেন।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো। বাদীপক্ষের দাখিলীয় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ বর্ধিতকারনের দরখাস্ত অপ্রয়োজনীয় বিধায় নামঞ্জুর করা হলো।

অতপর নথি ১-৫ নং বিবাদী কর্তৃক দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য নেওয়া হলে। দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম। দরখাস্ত দৃষ্টে , ১-৫ নং বিবাদীপক্ষ নালিশী ভুমিতে বর্তমানে উৎপাদিত বোরো ধান কেটে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। বাদীপক্ষ উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তিকালে নালিশী সম্পত্তিতে দখল সমর্থনে বাদীপক্ষ তাদের সমর্থনে নামজারি খতিয়ান দাখিল করলেও মিস ১৩৭৫/১০ নং মামলার প্রতিবেদন দৃষ্টে হাজী এনামুল হক প্রকৃত অর্থে ২০০৭ সাল থেকে (২ নং বাদী ইকবালের পিতার মৃত্যুর ০৩ বছর আগ থেকে) নালিশী ভুমিতে বর্তমানে দখলে আছেন। তবে ইহাও উঠে এসেছে যে, তার পূর্বে ৫০/৬০ বছর যাবত বাদীপক্ষ ও তার পূর্বসূরীরা উক্ত সম্পত্তির ভোগদখলে ছিলেন। সার্বিক অর্থে বাদীপক্ষ নালিশী জমির ধান তাদের মর্মে দাবি করলেও দখলসূত্রে তা বিবাদীপক্ষ রোপন করেছে মর্মে ধারনা নেওয়া যায়। বাদী তার আরজির প্রার্থনায় বিবাদীপক্ষকে নালিশী ভুমিতে কোন ধরনে ধান রোপন হতে বিরত রাখার প্রার্থনা করেছেন। এ প্রার্থনা হতে অনুমিত হয় যে, নালিশী ভুমিতে বিবাদীপক্ষ পূর্ব হতে ধান চাষ করে আসছিলেন। বাদীপক্ষ প্রকৃতপক্ষে যদি নালিশী জমিতে ধান লাগাতেন তাহলে তা নির্ধারনের জন্য একজন এডভোকেট কমিশনার দ্বারা লোকাল ইনসপেকশনের প্রার্থনা করতেন। কিন্তু বাদীপক্ষ হতে এরুপ কোন আবেদন আসেনি। চুড়ান্ত শুনানীর পূর্বে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা আদেশ বলবৎ থাকাবস্থায় বিবাদীপক্ষ থেকে নালিশী সম্পত্তির ধান কেটে নেওয়ার আকুল আবেদন জানিয়েছেন যাহা প্রকারান্তরে বিবাদীপক্ষ তর্কিত ধান লাগানোর ইঙ্গিত প্রদান করে।

সার্বিক বিবেচনায় ১-৫ নং বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী দরখাস্ত মঞ্জুরক্রমে নালিশী সম্পত্তিতে তাদের লাগানো ধান এবারের মত কেটে নেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হলো।